বুদ্ধিজীবী হত্যায় মার্কিন গোয়েন্দাদের হাত ছিল ॥ ওয়ার ক্রাইমস কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনপ্রায় বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল 'হাইট' ও 'ডুয়েমপিক' নামের দু'জন মার্কিন গোয়েন্দা। তারা পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে হত্যা করার জন্য এমন তিন হাজার বাঙালীর তালিকা তৈরি করেছিল, যাঁরা পরিচিত ছিলেন প্রগতিশীল ও মার্কিনবিরোধী হিসাবে। পরবর্তীতে তালিকাটি পাওয়া যায় রাও ফরমান আলীর বেডরুমে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এমএ হাসান স্বাক্ষরিত "বুদ্ধিজীবী হত্যা, সিআইএ এবং প্রগতিশীল বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ " শিরোনামের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এসব তথ্য।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাকিস্তানী বাহিনী ১৯৭১ সালে বাংলার মাটিতে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সাফল্যকে নস্যাত করতে পরিকল্পিতভাবে এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও সম্ভাবনাময় তরুণকে হত্যা করে। সেই সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় অহঙ্কারকে গুঁড়িয়ে জাতির নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ৪ লাখ ৬০ হাজার নারীর ওপর নিষ্ঠুরতম যৌন নির্যাতন চালায়। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি সাম্প্রতিক সময়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি তদন্তের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তদন্তের শুরুতেই ঘৃণ্য আলবদর বাহিনী ও জামায়াত নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ঘাতক বাহিনী তৈরির ব্যাপারে সিআইএ, আইএসআই ও ক'জন চিহ্নিত পাকিস্তানী জেনারেলের গোপন আঁতাতের তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করা গেছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করতে ভারতবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী চক্রের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে হাত মিলিয়েছিল চীনপন্থী সেই অংশ, যারা মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন ও পরবর্তী সময় পর্যন্ত চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছে। এ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর অনেক নিকটকর্মীসহ পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত এমন কিছু আমলা ও শিক্ষককে চিহ্নিত করা গেছে, যাঁরা নিজেদের রং বদল করে যুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক বনে গেছেন। এই নিষ্ঠুর কাজে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘ ও এনএসএফের প্রাক্তন কর্মীসহ এমন কিছু তরুণ যাদের কোন বিশেষ তালিকায় স্থান দেয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ পৃথকভাবে কাজ করায় চক্রান্তকারীদের নিকটজনও শেষ মুহূর্তে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

কমিটির তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শেষ মুহূর্তে এভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে ফুটোপাত্রে পরিণত করা এবং এ অঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনীতি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এ কাজে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন গোয়েন্দা হাইট ও ডুয়েমপিক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। এশীয় দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ৪৩ বছর বয়স্ক হাইটকে খুব ভাল করেই চিনত। তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংবলিত প্রচুর দলিল ছিল তাদের কাছে। তার গোপন মিশনের যাত্রাপথ ছিল ঢাকা, কায়রো, কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্কক। তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী ঢাকায় প্রেরিত সিআইএ দলই উগ্রপন্থী আলবদর ও জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ তদারকি করেছে। ঢাকার পতনের পর হাইট ও ডুয়েমপিক জানুয়ারি মাসে ব্যাঙ্কক পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন চেয়ারম্যান এসডি শর্মা এক সংবাদ সম্মেলনে এদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ফাঁস করে দেন, যা এশিয়ার মার্কিন দূতাবাসসমূহ খণ্ডন করতে পারেনি।

উক্ত হাইটের জন্ম ১৯২৮ সালে আমেরিকায়। সে ১৯৪৬-৪৯ পর্যন্ত মার্কিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিল। ১৯৫৩ সাল থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করে। ১৯৫৪ সাল থেকে কলকাতা, দিল্লী, কায়রো প্রভৃতি স্থানে মার্কিন মিশনসমূহে সে পলিটিক্যাল অফিসার হিসাবে কাজ করে। ১৯৭১ সালে অপর সিআইএ এজেন্ট ডুয়েমপিককে নিয়ে সে বাংলাদেশে আসে। জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতেও এই দুই সিআইএ এজেন্টের নাম উল্লেখ ছিল এবং তাদের নামের পরে ইংরেজীতে লেখা ছিল ইউএসএ.ডিজিআইএস জিইএস পলিটিক্যাল ৬০-৬২,৭০। এই বাহিনীর সদস্যরা বাম আন্দোলন ঠেকাতে ১৯৬০ সালে ঢাকায় আসে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ও সত্তরের নির্বাচনে এদের মুখ্য ভূমিকা ছিল বাম আন্দোলন ঠেকাবার জন্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেয়া। ঊনসত্তরের আন্দোলন ও সত্তরের নির্বাচনের পর থেকে স্বাধীনতামুখী নানা ঘটনাপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ নানা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে ধোঁয়াশা ও পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের ছাড় দেয়ার সঙ্গে এসব ঘটনার গভীর যোগাযোগ রয়েছে।